আফগানিস্তানে সংসদীয় নির্বাচন: গণতান্ত্রিক উত্তরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত

চার বছর আগে আফগানিস্তান নিষ্পেষিত ছিল এক নিপীড়নমূলক শাসনের যাঁতাকলে। তখন স্বাধীনতা, মানবাধিকার বা মানবিক মূল্যবোধের প্রতি সম্মান বলে কিছু ছিল না। সন্দেহ নেই তখন খুব কম লোকই কল্পনা করতে পেরেছিল তারা মুক্ত ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের নেতা নির্বাচনের অধিকার কখনো পাবে। তবে আজ (১৮ই সেপ্টেম্বর) আফগান ভোটারগণ আইন সভায় তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য তাদের ভোটাধিকার প্রদান করছে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে যে নতুন সংসদ গঠিত হবে তা আফগানিস্তানের প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার গঠনে চূড়ান্ত পদক্ষেপ।

যুদ্ধ ও নিপীড়নের পঁচিশ বছর পর আফগান জনগণ গত বছরের অক্টোবর মাসে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রথমবারের মত গণতন্ত্রের স্বাদ পায়। সে নির্বাচনে তারা দেশে একটি মন্ত্রী পরিষদ গঠন ও স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে হামিদ কারজাইকে বেছে নেয়। আজকের ভোটদানের মধ্য দিয়ে ভোটারগণ একটি আইন পরিষদ নির্বাচন করবে যা প্রেসিডেন্টের মন্ত্রীসভা ও বিচার বিভাগের সংগে কাজ করবে এবং দেশটির সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য একটি আইনী কাঠামো প্রতিষ্ঠা করবে।

আফগানিস্তানে সংসদের নিম্ন কক্ষ "ওলেসি জিরগা"য় আসনের জন্য দু'হাজার সাতশ' প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। আফগানিস্তানের সংবিধান অনুসারে দেশটির ৩৪টি প্রদেশের প্রত্যেকটিতে কমপক্ষে দু'জন করে মহিলা প্রতিনিধি থাকতে হবে; যার অর্থ "ওলেসি জিরগা"র এক চতুর্থাংশেরও বেশী প্রতিনিধি হবে মহিলা। মহিলাদের জন্য এটি একটি নাটকীয় পদক্ষেপ যারা গত চার বছর আগেও তাদের বাড়ির বাইরে কাজ করতে অথবা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সঙ্গে না নিয়ে বাইরে বের হতে পারতো না।

ভোটারগণ আজ প্রদেশিক কাউন্সিলের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্যও ভোটদান করছে। এসব আঞ্চলিক পরিচালনা পরিষদ স্থানীয় উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ করবে ও এসব লক্ষ্য অর্জনে প্রাদেশিক প্রশাসকদের সাথে কাজ করবে। সংসদের উচ্চ কক্ষ "মেশরানো জিগরা"-র আসনের জন্য তারা প্রতিনিধি প্রেরণ করবে।

এক কোটি ২০ লাখেরও বেশী আফগান ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য তাদের নাম নিবন্ধিভুক্ত করেছে। চরমপন্থী গ্রুপগুলো নির্বাচনের দিন জনগণকে ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করলেও কর্মকর্তাগণ এই মর্মে আশাবাদী যে ভোটারগণ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মত আবারও তাদের সাহস দেখাবে এবং তাদের মৌলিক

অধিকার অপহরণকারী গণতন্ত্র বিরোধী শক্তির কাছে এই মর্মে সুস্পষ্ট বার্তা পাঠাবে যে -- আফগানিস্তান পুনরায় অন্ধাকার আর নিপীড়নের দিকে ফিরে যাবে না।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তায় আফগানিস্তান বিগত চার বছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে; ছেলেমেয়েরা স্কুলে ফিরছে; স্বাস্থ্যসেবা উন্নতিলাভ করছে; অবকাঠামো নির্মিত হচ্ছে; আধা সামরিক বাহিনীগুলো বিলুপ্ত করা হচ্ছে এবং দেশটির সশস্ত্র বাহিনী নিরাপত্তার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করছে। তবে এই অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে আফগানিস্তানে অবশ্যই একটি পূর্ণাঙ্গ সরকার কার্যকর থাকা দরকার। আর আফগানিস্তানের জনগণ বুঝতে পেরেছে যে, আজকের নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিনির্মাণে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা তাদের সামনের দিকে এগিয়ে নেবে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এসব নির্বাচনের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া স্বাভাবিক করার নিশ্চয়তা বিধানে প্রায় ১৬ কোটি ডলার প্রদান করেছে। আর এসব অনুদান ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, নেদারল্যান্ড, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ইটালি, অস্ট্রেলিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছে।

আফগানিস্তানের নতুন সংসদ দেশটির সরকারের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত করবে। নতুন সংসদের থাকবে ব্যাপক তদারকীর ক্ষমতা। সেই সাথে এই সংসদ আফগানিস্তানের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মতামতকে গুরুত্ব দেবে। কোন ব্যাক্তি বা গোষ্ঠী যেন দেশটিকে সংকীর্ণ ও উগ্র মতবাদের দিকে না নিয়ে যায় সংসদ তা নিশ্চিত করবে। আফগান জনগণ ভোট প্রদান করায় এবং একটি উজ্জ্বল এবং অধিক সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে তাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করায় যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

==========

*(*ওয়াশিংটন ফাইল যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্স-এর একটি প্রকাশনা।*)

জিআর/ ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০০৫

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *ডবনংরঃব:* dhaka.usembassy.gov *(New) এ যোগাযোগ করুন।*